স্কিলস ২১ বুলেটিন

সংখ্যা ২
নভেম্বর ২০২০

স্কিলস ২১ প্রজেক্ট মূলত বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি যৌথ উদ্যোগ। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য– দেশের শ্রম-বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক, চাহিদানির্ভর ও আন্তঃসংযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো।

স্কিলস ২১ প্রজেক্ট হাইলাইটস (মার্চ-অক্টোবর ২০২০)

কোভিড-১৯: ৫০০ তরুণের দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

মহামারি পরিস্থিতির মধ্যেও বিএস পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কাপ্তাই; ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট; গাইবান্ধা টিটিসি; আইএমটি বাগেরহাট; খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সিলেট টিএসসিতে অনলাইন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চলছে ওয়েল্ডিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ইলেকট্রনিক ইনস্টলেশন ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ের ওপর।

সেন্টার ফর স্কিলস এক্সিলেন্স (CSE) অনলাইন শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৬০ জন শিক্ষক দূরশিক্ষণ পদ্ধতি এবং অনলাইন কন্টেন তৈরির জন্য একটি অনলাইন অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ৩০টি ভিডিও লেকচার প্রস্তুত করা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রশিক্ষণে। সবগুলো কনটেন্ট ই-ক্যাম্পাস ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ইউটিউব পেইজে রাখা আছে।

সম্ভাবনাময় ১২০ উদ্যোক্তাকে অনলাইন প্ল্যাটফরমে প্রশিক্ষণ

দ্য স্টার্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ ইওর বিজনেস (SIYB) ফাউন্ডেশন ১২০ উদ্যোক্তার জন্য আয়োজন করেছিল অনলাইন উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। এ প্রক্রিয়ায় তাদের লক্ষ্য দেশজুড়ে ৩,৫০০ সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।

টিভেট কোভিড-১৯ রেসপন্স প্ল্যান

স্কিলস-২১ টিমের সহায়তায় ডিটিই একটি কোভিড-১৯ টিভেট রেসপন্স প্ল্যান তৈরি করেছে। কারিগরি শিক্ষায় মহামারি পরিস্থিতির প্রভাব, শিক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতা, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে এ কর্মসূচির আওতায় সুপারিশ-সহ ওই রেসপন্স প্ল্যানটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ই-ক্যাম্পাস: ৪৫ প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়াল

টিভেট শিক্ষকদের একটি দল ৪৫টি ভিডিও ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করে ই-ক্যাম্পাস, ফেসবুক ও ইউটিউবের সংশ্লিষ্ট পেইজে আপলোড করেছে। ৪০ জনের বেশি শিক্ষককে দূরশিক্ষণ কর্মসূচি ও এধরনের অনলাইন ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আরপিএল: ৩৫৫ কর্মীর মূল্যায়ন

মহামারির সময়েও রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (RPL) মূল্যায়নে অংশ নিয়েছিলেন ৩৫৫ কর্মী (৩২৭ পুরুষ ও ২৮ নারী)। এদের মধ্যে ২৩৮ জন (২২২ পুরুষ ও ১৬ নারী) বিটিইবি সনদ পেয়েছেন।

ওয়ার্কশপ: অলাইন স্কিলস পলিসি রিভিউ

পলিসি রিভিউ প্রক্রিয়ার অব্যহত কার্যক্রমের ধারবাহিকতায় মহামারি কালীন সময়ে অনলাইনে পলিসি সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে দেশের সব টিভেট ইনস্টিটিউটকে সংযুক্ত করেছিল স্কিলস-২১ কর্মসূচি। এ সংলাপের লক্ষ্য ছিল– এনএসডিপি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী (টিভেট ইনস্টিটিউট) সংস্থাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও পরামর্শগুলো সংশোধিত নীতির সঙ্গে সমন্বয় করা।

RPL নিয়ে আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার

স্কিলস-২১ প্রজেক্ট ও বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক লাখ শ্রমিকের সুষম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ, জর্দান, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার দক্ষতা বিশেষজ্ঞরা 'RPL Good Practices' উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের কয়েক লাখ অভিবাসী শ্রমিকের মূল্যায়ন ও দক্ষতা সনদ দেওয়ার তাগিদ উঠে আসে ওই ওয়েবিনার থেকে। ওয়েবিনারে নয়টি দেশের ১৩০ জনের মতো অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

সাক্ষাৎকার

মো. জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE)

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতখানি কর্মসংস্থানমুখী?

কারিগরি শিক্ষার সম্ভাবনা অপরিসীম। এসএসসি, এইচএসসি ও ডিপোমা পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ৩৬০ ঘণ্টার শর্ট কোর্স এবং সক্ষমতামুখী প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কোর্স (সিবিটিএ) পরিচালনা করছে।

সরকার কারিগরি শিক্ষার একটি কাঠামো তৈরি করে বাস্তবায়ন করেছে, যেটি এনটিভিকিউএফ নামে পরিচিত, এর ফলে টিভেট শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

যোগ্য কর্মীদের জন্য সিবিটিএ কর্মসূচিতে দক্ষতানির্ভর কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। যেসব দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা সনদ নেই, তাদের জন্য রয়েছে আরপিএল নামে আরেকটি উদ্যোগ। এ ব্যবস্থায় কারো পূর্ব দক্ষতা থাকলে তার স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি এ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০ লাখ তরুণ কর্মবাজারে ঢুকছে। এই নবাগতদের জন্য টিভেট সিস্টেম সম্প্রসারণে সরকার কী চিন্তা করছে?

সরকার চাইছে উপজেলা পর্যায়ে টিভেট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে, যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের কাছে কারিগরি শিক্ষাকে পৌঁছানো যায়। দ্রুত কর্মসংস্থানের জন্য সিবিটিএর মাধ্যমে এনটিভিকিউএফ কর্মসূচিও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এসএসএসি ও এইচএসসি ভোকেশনাল, ডিপোমা ও শর্ট কোর্সের শিক্ষার্থীদেরও আমরা উৎসাহিত করছি সিবিটিএ কোর্সের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা পরীক্ষা করিয়ে নিতে। এর ফলে তারা নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সনদ পাবে, যা পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি কমাতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার মধ্যে নিবিড় সংযোগ দরকার। এ ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে?

দক্ষতার সংকট কমাতে ডিটিই সব সময়ই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্ব দিচ্ছে। ইনস্টিটিউশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজরি বোর্ড'স (IMABs), ক্যারিয়ার গাইডেন্স কর্মসূচি ও জব প্লেসমেন্ট সেলের মতো কিছু উদ্যোগ ডিটিইর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে উন্নত সংযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। আইএমএবি'স একটি প্ল্যাটফরম তৈরি করেছে, যেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নতুন দক্ষতা বিষয়ে শিল্প বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছেন।

সক্ষমতামুখী প্রশিক্ষণ বা সিবিটিএ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ডিটিই কী করছে?

সিবিটিএ সম্প্রসারণের জন্য আরও অনেক বেশি সুসজ্জিত ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাড়াতে হবে মানসম্মত প্রশিক্ষক ও মূল্যায়নকারীর সংখ্যা। সে জন্য আমরা দুটো সেন্টার ফর স্কিলস এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা করেছি (স্কিলস ২১ প্রজেক্টের কারিগরি সহায়তা নিয়ে)। আমরা নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাড়ানোর কথাও ভাবছি, যারা এনটিভিকিউএফ বাস্তবায়ন করতে পারবে।

দেশি-বিদেশি সুযোগ কাজে লাগিয়ে টিভেট ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়াতেও সরকার মনোযোগী। আগামী ৪/৫ বছরেই সর্বস্তরে সিবিটিএ বাস্তবায়ন ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করা যাবে বলে আমরা আশাবাদী।

সামনের পাঁচ বছরে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষাকে কোথায় দেখেন?

শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিপরীতে টিভেট শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের বেশ ঘাটতি রয়েছে। এ মুহূর্তে কারিগরি শিক্ষায় সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। পরবর্তী অর্থবছরে বিদ্যমান সরকারি পলিটেকনিক ও টিএসসিগুলোতে আরও ১২,৬০৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি নতুন স্থাপিতব্য ১০০টি টিএসসিতে ৬৪০০জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হবে।

২০২২ সালের মধ্যে ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে কারিগরি শিক্ষায় অন্তত একটি কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলমান ১০০টি উপজেলায় একটি করে টিএসসি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় আগামি জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার অবশিষ্ট ৩২৯টি উপজেলায় একটি করে টিএসসি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে যার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রতিটি টিএসসিতে নারী শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসও চালু করা হবে। প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিদ্যমান ৪৯টির পাশাপাশি অবশিষ্ট ২৩টি জেলাতেও সরকারি পলিটেকনিক স্থাপন করা হচ্ছে।

চলমান মহামারির কারণে দক্ষতা সৃষ্টিতে যে ব্যাঘাত ঘটল, সেটি পুষিয়ে নিতে ডিটিই কী করছে?

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যে বিঘ্ন ঘটল, তা পূরণে আমরা তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। স্কিলস-২১ প্রজেক্টের সহায়তায় ডিটিই এরই মধ্যে টিভেট সেক্টরের জন্য কোভিড-১৯ মোকাবেলা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর পরিচালনায় ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সংসদ টিভিতে ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মে ২০২০ থেকে এইচএসসি, ডিপোমা ও শর্ট কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল ও জুমের মতো সামাজিক যোগাযোগের প্যাটফর্ম ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাসও শুরু হয়েছে। কনটেন্ট তৈরি ও আপলোডের কাজ এবং সিএসই'স-এর মাধ্যমে অনলাইন ট্রেনিং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ডিটিই ও স্কিলস ২১ প্রজেক্ট যৌথভাবে কাজ করছে।

ভবিষ্যতে একটি নিশ্ছিদ্র কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ডিটিই কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

কারিগরি শিক্ষায় আমরা এখন সমন্বিত পাঠদান পদ্ধতি (Blended learning) প্রবর্তন করছি। যা কিনা ক্লাসের বাইরে অনলাইনে পরিচালিত হবে। ব্যবহারিক ক্লাস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। বর্তমানে ১৩০০টির বেশি কন্টেন্ট অনলাইনে রয়েছে। আটটি বিভাগীয় পলিটেকনিকে ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্টুডিও স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে ব্যবহারিক ক্লাসগুলো ভিডিও করে অনলাইনে দেয়া যায়।

কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা ও বাংলাদেশের মতো জনমিতিক সুবিধাভোগী সমাজের এর প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সরকারে সচেষ্ট। এর জন্য নানা প্রকার উন্নয়নমুখী ও কারিগরি শিক্ষার কোয়ালিটি এনহ্যান্সের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে NTVQF এর ৬টি লেভেল অন্তর্ভুক্ত করে উচ্চ শিক্ষাসহ ০১-১০ লেভেল বিশিষ্ট বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BQF) প্রণয়নের কাজ চলমান। Asian development Bank এর সহায়তায় ৬টি বিভাগে বিদ্যমান পুরাতন পলিটেকনিকের জায়গায় ৬টি নতুন কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হবে। World Bank এর সহায়তায় সরকারি-বেসরকারি ডিপোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানে সাপোর্ট প্রদানসহ Nanyang polytechnic Singapore এর আদলে বাংলাদেশে ১টি মডেল পলিটেকনিক স্থাপন করা হবে।

সাফল্য দক্ষতা প্রশিক্ষণে কর্মসংস্থান

কোভিড-১৯ সংকটের মাঝেও স্কিলস-২১ জব প্লেসমেন্ট কর্মকর্তারা নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, যাতে মার্চ ২০২০-এ যেসব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়।

এখন পর্যন্ত বিএসআরএম, উত্তরা মোটরস, আর্ক টেকনোলজিস ও স্টেপস-২১-এর মতো প্রতিষ্ঠান ২১ শিক্ষার্থীকে (ওয়েল্ডিং, ইআইএম ও গ্রাফিক ডিজাইন) নিয়োগ দিয়েছে।

এখানে কয়েকজন কারিগরি শিক্ষার্থী যারা প্রশিক্ষণ শেষে এই দুঃসময়েও চাকরি পেয়েছেন, তাদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরা হলো:

সুজন মারমা
কাপ্তাই, রাঙামাটি

সুজন মারমার বয়স ১৮। বাড়ি রাঙামাটির কাপ্তাইতে। ২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে সে পাস করতে পারেনি। তিনি হতাশ হয়ে ভাবছিলেন, আবার পরীক্ষা দেওয়া তার জন্য কঠিন হবে। এই সময় তার নজরে আসে একটি লিফলেট, যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে আইএলও-র স্কিলস-২১ প্রজেক্টের সহায়তায় বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কোর্সের কথা বলা হয়েছে।

সুজন ২০১৯-এর নভেম্বরে ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন ও মেইনটেন্যান্স কোর্সে ভর্তি হয়ে যান। চার মাসের এই দক্ষতামুখী প্রশিক্ষণ কোর্সটি শেষ হয় ২০২০-এর ফেব্রুয়ারিতে।

সুজন বলছিলেন, 'মহামারির মধ্যেও ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও জব প্লেসমেন্ট অফিসার আমাদের সাহায্য করেছেন, যাতে চাকরির আবেদন প্রস্তুত করতে পারি। আমি নারায়ণগঞ্জে দুটো চাকরির অফার পেয়েছিলাম, কিন্তু লকডাউনের কারণে যোগ দিতে পারিনি।'

শেষ পর্যন্ত সুজনের চাকরি হয় বিএসআরএম-এ, যেটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্টিল কারখানাগুলোর একটি। টেকনিক্যাল হেলপার হিসেবে সুজনের মাসিক বেতন ৯ হাজার টাকা (১১০ মার্কিন ডলার)।

প্রতিষ্ঠানটি কাপ্তাই থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে হলেও একটি বড় প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাওয়ায়, সুজন স্কিলস-২১ প্রকল্পের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য।

রুবাইয়া ফারহানা, খুলনা

১৯ বছর বয়সী রুবাইয়া খুলনা বিএল কলেজে ব্যাচেলার ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছেন এবং অন্য সহপাঠীদের মতো তারও প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তা ছিল পড়াশোনা শেষে ভালো একটা চাকরি হবে কিনা।

রুবাইয়া একটি বিজ্ঞপ্তি দেখেছিলেন, যেখানে খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (KMPI) গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয়ের ওপর শর্ট কোর্সের (চার মাস মেয়াদি) জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ করে রুবাইয়া ২০১৯ সালের নভেম্বরে ওই কোর্সে ভর্তি হয়ে যান। ২০২০-এর ফেব্রুয়ারিতে কোর্স শেষ হওয়ার পর সে এক মাসের একটি শিক্ষানবিসি কাজও যোগাড় করে ফেলেন। যদিও সময়টা ছিল কোভিড-১৯ মহামারির সবচেয়ে চরম পর্যায়, তারপরও KMPI-এর জব প্লেসমেন্ট ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেল তাকে কর্মসংস্থানের বিষয়ে যথেষ্টই সাহায্য করেছিল।

রুবাইয়া এখন খুলনার একটি গ্রাফিক ডিজাইন ও আইটি প্রতিষ্ঠান আর্ক ইন্টারন্যাশনালে শিক্ষানবিসি হিসেবে কাজ করছেন। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে বাড়ি থেকেও কাজ করতেও অসুবিধা নেই।

রুবাইয়া তার কাজটা ভালোবাসেন। গত কয়েক মাসেই তিনি কোভিড-১৯ বিষয়ক বেশ কিছু সচেতনতা ও সুরক্ষা ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন করে ফেলেছেন। এখন তার মাথায় চিন্তা ঘুরছে, যদি একটি অনলাইন-ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে ফেলা যায়। তাহলে যেসব মেয়েদের কম্পিউটার আছে এবং গ্রাফিক ডিজাইন ও আইটি দক্ষতা আছে, তারাও বাড়ি থেকে কাজ করতে পারবে।

শিক্ষানবিসি ও প্রশিক্ষণ পর্যায় শেষ হলে (আরও দুইমাস) আর্ক ইন্টারন্যাশনাল প্রতি মাসে রুবাইয়াকে ১০,০০০ টাকা (১২০ মার্কিন ডলার) করে বেতন দেবে।

ফসিউল ইসলাম, গাইবান্ধা

ফসিউল ইসলামরা চার ভাইবোন। বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে। বাবা একজন ক্ষুদ্র কৃষক। ছোট্ট এক টুকরো জমি আছে তার। এইচএসসির আগেই ফসিউলের পড়াশোনা আটকে গিয়েছিল। সেই অর্থে কোনো যোগ্যতা বা দক্ষতা না থাকায় তিনি কোনো চাকরিও পাচ্ছিলেন না ভালো।

এই সময়ে তার চোখে পড়ে গাইবান্ধা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের সেই বিজ্ঞপ্তি, যেখানে ওয়েল্ডিংয়ের ওপর শর্ট কোর্স অফার করা হয়েছে। ফসিউল সেখানে এনটিভিকিউএফ লেভেল-১ পর্যায়ের সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করলেন। এরপর ভর্তি হলেন লেভেল-২ ওয়েল্ডিং কোর্সে। নিজের পকেট থেকেই ৩,০০০ টাকা (৩৫ মার্কিন ডলার) খরচ হলো সে জন্য, তবে তার দক্ষতা গেল বেড়ে।

গাইবান্ধা টিটিসির সহযোগিতায় এরপর অল্প সময়েই ফসিউল কাজ পেয়ে গেলেন উত্তরা মোটরসের কারখানায়। মাসিক বেতন ৮,৫০০ টাকা (১০০ মার্কিন ডলার)।

এখন তার ইচ্ছা নিজের ওয়েল্ডিং দক্ষতার আরও উন্নয়ন ঘটানো, যাতে আরও ভালো বেতনের চাকরি পাওয়া যায় এবং পরিবারকেও সাহায্য করা যায়।

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০

টিভেট শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০ উপলক্ষে প্রথম আলো ও স্কিলস ২১ প্রজেক্ট আয়োজিত প্রথম টিভেট অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৩,০০০ শিক্ষার্থী। চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হয় ১২০০ প্রতিযোগী। গ্রাফিক ডিজাইন এবং ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন ও মেইনটেন্যান্স বিভাগে ১০ জন করে বিজয়ী হয়। শিক্ষানবিসির সুযোগ, গ্রাফিকস কার্ড ও ইলেকট্রিক্যাল টুলবক্স ছিল বিজয়ীদের জন্য উপহার।

মো. তরিকুল ইসলাম তারিফ
EIM
রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সৌরভ চন্দ্র সরকার
গ্রাফিক ডিজাইনার
UBEI, গাইবান্ধা

মো. নাজমুল
EIM
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ফাইরুজ নওশীন
গ্রাফিক ডিজাইনার
বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার

ফটো কনটেস্ট স্কিলস ট্রেনিং ইন অ্যাকশন

জুলাইতে স্কিলস-২১ একটি ফটো কনটেস্টের আয়োজন করেছিল। 'স্কিলস ট্রেনিং ইন অ্যাকশন' শীর্ষক সেই প্রতিযোগিতা ছিল প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট সবার জন্য উন্মুক্ত। ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই থেকে দুটো ছবি এসেছে। স্কিলস-২১-এর পক্ষ থেকে সামিয়া মাহবিন (প্রকল্প সমন্বয়কারী, FPI) ও মো. কামরুল হাসান (প্রকল্প সমন্বয়কারী, BSPI) এই দুজনকে ধন্যবাদ তাদের অংশগ্রহণের জন্য।

মো. কামরুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী, BSPI

সামিয়া মাহবিন
প্রকল্প সমন্বয়কারী, FPI

প্রকাশনা

স্কিলস-২১ প্রকল্প মডেল ইস্টিটিউটগুলোর ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও জব প্লেসমেন্ট সেলের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ মেটেরিয়েল প্রকাশ করেছে।

সংযুক্ত থাকুন

এই বুলেটিনের লক্ষ্য– কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে স্কিলস ২১ প্রজেক্টের নানা কর্মসূচির তথ্য বিস্তৃতভাবে প্রচার করা। সহযোগী টিভেট ইনস্টিটিউটগুলোর নানা কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট সংবাদও থাকবে এই বুলেটিনে।

পাঠক চাইলে এ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য আমাদের ওয়েবসাইটেও পাবেন।

এই বুলেটিন বছরে দুবার প্রকাশিত হবে। প্রতিটি সংখ্যা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই পাওয়া যাবে।

আরও তথ্য জানতে চাইলে কিংবা আপনার কোনো পরামর্শ থাকলে, দয়া করে স্কিলস ২১ প্রজেক্টের কমিউনিকেশন অফিসার ফারহানা আলমের সঙ্গে তার ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: **alamf@ilo.org**